Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পেয়ারী খানম

রোলঃ 23090120151

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পেয়ারী খানম

রোলঃ 23090120151

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়ারী খানম, আইডিঃ 23090120151 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীদের দাওয়াত কেমন ছিলো। " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

পেয়ারী খানম

আইডিঃ 23090120151

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা........1
অধ্যায় - ১........3
(১.১) আল কুরআনের আলোকে নবী-রাসূলগণের পরিচয়:-........3
(১.২) আল কুরআনের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পরিচয়........3
(১.৩) বিশ্ববাসীর কাছে নবী-রাসূলগণের পরিচয়........4
অধ্যায় - ২........6
(২.১) দাওয়াতের সংজ্ঞা........6
(২.২) ইসলামি দাওয়াতের সংজ্ঞা........6
(২.৩) ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃতি ও পরিধি........7
অধ্যায় - ৩ দাওয়াতের আলোচ্য বিষয়........9
(৩.১) আল্লাহর দিকে আহবান........9
(৩.২) আল্লাহর বিধানের দিকে আহবান........9
(৩.৩) হালাল হারাম স্পষ্টকরন এবং সৎ অসৎ কাজের আদেশ নিষেধ........10
(৩.৪) মানুষকে সাবধান করা ও সতর্ক করা........10
(৩.৫) তাগুতকে অস্বীকারের আহবান........11
(৩.৬) সত্যের স্বাক্ষী হওয়া এবং সুসংবাদ প্রদানের দাওয়াত।........12
(৩.৭) বিচার ফয়সালা সিদ্ধান্ত ও শিষ্টাচার শিক্ষার দাওয়াত।........12
(৩.৮) দ্বীন বিজয়ের প্রচেষ্ঠার দাওয়াত।........13
(৩.৯) দাওয়াতের প্রায়োগিক দিক হিকমত........14
অধ্যায় - ৪ পূর্ববর্তী নবীগণের দাওয়াত:-........15
(৪.১) হযরত আদম (আঃ) এর দাওয়াত........15
(৪.২) হযরত নুহ(আঃ) ও তার দাওয়াত........16
(৪.৩) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তার দাওয়াত........16

(৪.৪) হযরত সুলাইমান (আঃ) ও তার দাওয়াত......17

(৪.৫) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর দাওয়াত......18

অধ্যায় - ৫ দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত......21

(৫.১) ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব......21

(৫.২) দ্বীনভিত্তিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব......24

(৫.৩) আল কুরান ও হাদীসের আলোকে দাওয়াতের ফজিলত......27

উপসংহার:......30

তথ্যসূত্র:......30

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম।

মহান আল্লাহ সারাজাহান সৃষ্টি করেছেন ও আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতিকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নাই বরং তিনি ভালো-মন্দ বোঝার জন্য তাদের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন। কোন কোন নবীদের নিকট মহান আল্লাহ কিতাব ও সহিফা পাঠিয়েছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর মানুষকে হেদায়েতের জন্য দান করেছেন জীবন বিধান আল-কোরআন দরুদ ও সালাম সে মহান নবীর উপর যিনি সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী। আল্লাহর পথে দাওয়াতকারী হিসেবে অতঃপর সেই সমস্ত নবী ও রাসূলের পর যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের আত্ম নিয়োগ করেছেন। অতঃপর সেই সমস্ত মুমিনদের উপর দোয়া যারা যুগে যুগে আল্লাহর দিন প্রচারের আত্মনিয়োগ করেছেন আর যারা কিয়ামত অবধি তা করবেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

অর্থ: আল্লাহর ইবাদত কর তাগুদকে বর্জন করো, এ নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসুল পাঠিয়েছি। (সূরা-১৬, নাহল-৩৬)

বিভিন্ন যুগে ও সমাজের নাম জানা-অজানা অসংখ্য নবী রাসুল এই দাওয়াত নিয়েই আগমন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَـٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾

অর্থ: "হে নবী! আমি তো তোমাকে সত্য দাওয়াত সহ প্রেরণ করেছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই। (সূরা ৩৫, ফাতির-২৪)"

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

অর্থ:"রসুলগণকে সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে রসুলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। (সূরা ৪, নিসা-১৬৫)

সুতরাং ইসলামী দাওয়াত মানব সভ্যতার মতো প্রাচীন চিরন্তন ও সাসত্য এটা ফিতরাতী দাওয়াহ। তথা মানব স্বভাবসুলভ নিয়মিনীতি বা দাওয়াত।

দাওয়াত প্রসঙ্গে কোরআন মজিদের স্পষ্ট ঘোষণা :-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُون <

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই সফলকাম।"(সূরা-৩, আলে ইমরান-১০৪)
এজন্য মহানবী সাঃ বিদায়ী ভাষনে বলেছিলেন,

<عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"
অর্থ:"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।"
নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূল কথা ছিল "আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও, আল্লাহর মুসলিম হয়ে যাও।" আর সেই অনুসারেই এর জীবন পরিচালিত করো, তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালের সফলতা লাভ কর আর আল্লাহর দ্রোহী সকল নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান কর।

অধ্যায় - ১

(১.১) আল কুরআনের আলোকে নবী-রাসূলগণের পরিচয়:-

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের মধ্য থেকেই তার কিছু প্রিয় ব্যক্তিকে ওহীর জ্ঞান সমৃদ্ধ করে নবী ও রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। এ ধরনের নবীগণের সংখ্যা সঠিকভাবে বলা যায় না। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এক দুর্লভ বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় এক লক্ষ বা দুই লক্ষ। সংখ্যা যাই হোক পবিত্র কুরআনে 25 জন নবীর নাম পাওয়া যায় তাদের নাম - হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, লুত, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ইছা, হুদ, সালেক, শোয়াইব, আইয়ুব, জুলফিকার, ইলিয়াস, ইউনুস, ইদ্রিস, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

(১.২) আল কুরআনের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পরিচয়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন শেষ নবী এবং সারা জাহানের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শেষ ভরসা ও আহবানকারী তাই তার দাওয়াতের ভাষা ও ছিল ভিন্ন ধর্মী কোরআনেই তার নমুনা এসেছে বল হে মানুষ আমি মোঃ তোমাদের সকলের জন্য রাসুল যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি ব্যতীত ইলাহ নেই। সূরা আল আরাফ ১৫৮। আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি সূরা আল আম্বিয়া ১০৭। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কাহার আনুগত্য না করতে কেবল তার ব্যতীত। ইহাই সরল দিন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে সূরা আল ইউসুফ ৪০। সাবধান সৃষ্টি যার বিধান তার সূরা আল আরাফ ৫৩। বলো ইহাই আমার পথ আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি দাওয়াত দেই সজ্ঞানে আমার অনুসারী গণ সূরা ইউসুফ ১০৮।

তিনি উম্মী নবী তার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে ৭/১৫৭। তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী ৬৮/৪। তিনি তোমাদেরই মত মানুষ তার প্রতি ওহী নাযিল হয় ১৮/১১৩। তার মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ৩৩ /২১। তিনি ছিলেন এতিম নিঃস্ব এবং মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণকারী আল্লাহ তাকে আশ্রয় দেন অভাবমুক্ত করেন এবং পথের দিশা দেন ৯৩/৬-৮। তিনি এমন এক রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে তাদের আঁধার থেকে আলোতে আনার জন্য ৬৫/১১। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক করে

পাঠাইনি আপনার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া ৪২/৪৮। আপনি উপদেশ দিতে থাকুন আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র আপনি তো তাদের উপর কর্ম নিয়ন্ত্রক নন ৮৮/২১০২২। আপনি প্রচার করুন যা আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে ৫ /৬৭। আল্লাহপাক নবীকে এভাবে বলতে বলেছেন আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ আমার প্রতি ওহী নাযিল হয় তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র আল্লাহ অতএব তারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ৪১/৬। হে আহলে কিতাব তোমরা শুধু এ কারণেই আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করো যে আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে অপূর্বে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি ৫/৫৯। আমি তো কেবল আমার রব কেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না আমি তোমাদেরই ইষ্ট অনিষ্টের মালিক নই কেউ আমাকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না যদি আমি তার অবাধ্য হই, তিনি ছাড়া আমার কোন আশ্রয় নেই। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচার ও তার বাণী পৌঁছানোই আমাকে বাঁচাবে ৭২/২০-২৩।

আল্লাহ বলেন হে নবী জাতির জন্য যে রূপ পথপ্রদর্শক ছিলেন আপনিও পথপ্রদর্শক হিসেবে মানুষের জন্য সতর্ককারী সূরা আল রাদ হে নবী আমি আপনাকে বিশ্ব মানবের প্রতি সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি সূরা আল বাকারা হে নবী আপনি বলে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী সূরা আল জারিয়াত । হে নবী আপনি উপদেশ দিতে থাকুন কেননা নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে সূরা আল যারিয়াত আল্লাহপাক কুরআনে নবীকে এভাবে বলতে শিখিয়েছেন আপনি বলুন এ দুনিয়ার মানুষ আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। সূরা আল আনআম। হে নবী আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারী রূপে এবং উজ্জল প্রদীপ রূপে আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন যে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে আছে মহা অনুগ্রহ। আপনি কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করবেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন ৩৩/৪৮। আল্লাহ পাক নবী সাঃ এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আমি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।

(১.৩) বিশ্ববাসীর কাছে নবী-রাসূলগণের পরিচয়

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থ কোরান ১৪০০ বছর পরও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে এ ঘোষণা আল্লাহপাক কোরআনেই দিয়েছেন আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তার বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনি

শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী সূরা আনআম ১১৫। বর্তমানে কম্পিউটার লব্ধ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ডঃ রাশাদ খালিফা আল কোরআন ১৯ সংখ্যার বন্ধনে আবদ্ধ। একটি হরফও এদিক সেদিক হলে এই হিসাব মিলবে না। এছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কেউ মুখস্ত রাখে না বা রাখতে পারেনা। একমাত্র কোরআন শরীফই আল্লাহর অশেষ রহমতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মুসলমান আরবীতেই অবিকল মুখস্ত রাখছে। এমনকি বাচ্চা শিশু কিশোরও হুবহু কোরআন মুখস্ত রাখতে পারছে।

ইংরেজ লেখক ডক্টর ইস্প্রিংগার তার লাইফ অফ মোঃ গ্রন্থে আরব জাতি ও নবী মুহাম্মদের ভুয়সি প্রশংসা করেন। বাস্তবে বিশ্বনবীর মহান জীবনাদর্শ ও সিরাতুন্নবী এমন এক মহাসমুদ্র যার কূলকিনারা নির্ধারণ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের পর থেকে এ নশ্বর জগত ত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সর্বাধিক কুরুশমুক্ত ও সুপবিত্র ছিলেন এবং বিশ্বের সর্বস্তরের সকল মানুষের জন্য তিনি ছিলেন অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ। নবী সাঃ প্রেমের নমুনা পাবেন এই হাদীসটি থেকে একদিন এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রাসূল কেয়ামত কখন হবে? রাসুলুল্লাহ বলেছেন তোমার ধ্বংস তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুত করেছ? সে বলল আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি এবং এছাড়া আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। তিনি রাসূলুল্লাহ বলেন আমি তার সাথে থাকবে যাকে ভালোবাসো। এই হাদিস বর্ণনা করে আনাস রাদিয়াল্লাহু বলেন যে ইসলামে দাখিল হওয়ার পর মুসলমানদেরকে অন্য কোন জিনিসে এ সংবাদের চেয়ে বেশি খুশি হতে দেখিনি বুখারী ও মুসলিম মুসলমানদের চোখে নবী এতটাই প্রিয় ছিলেন এবং থাকবেন। যুদ্ধের ময়দানে সাহাবীরা নিজেদের বুক পেতে দিতেন। তীর বিদ্ধ হয়েছেন, তবুও নবীজির দেহ থেকে এক ফোটা রক্ত ঝরতে দেননি। ওহুদের যুদ্ধের বিবরণে ইতিহাস হয়ে আসা সেসব ঘটনা। যার পুনরাবৃত্তি হয়নি বা হবে ও না নবীর অনুসারীরা তাকে এমনই ভালবাসতেন ও আনুগত্য করতেন।

অধ্যায় - ২

(২.১) দাওয়াতের সংজ্ঞা

দাওয়াত শব্দটি আরবি (দা'ওয়াতুন) থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ আহ্বান নিয়ন্ত্রণ প্রার্থনা দুয়া ঢাকা সাহায্যকামনা মুকাদ্দামা ইত্যাদি। দাওয়াতের আরেকটি অর্থ হল কাউকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করা উৎসাহিত করা প্ররোচিত করা।
"তিনি (অর্থাৎ ইউসুফ) বলেন হে আমার প্রভু তারা আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করেছে তার চেয়ে কয়েদ খানা আমার জন্য শ্রেয়।" (সূরা ১২; ইউসুফ ৩৩) পারিভাষিক অর্থে শুধু আহ্বান জানানো কে দাওয়াত বলা হয় না এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহ্বানে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কৃতক সংগৃহীত পদ্ধতিগত সব প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাই দাওয়াত। আরেকটু গুছিয়ে বলতে গেলে যে আহ্বানে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কৃতক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা মেনে নেওয়া এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত সব প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাই দাওয়াত।

(২.২) ইসলামি দাওয়াতের সংজ্ঞা

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ডক্টর আহমদ গালুস ইসলামী দাওয়াতের সংজ্ঞায় স্বীয় মত ব্যক্ত করেছেন এভাবে-
"মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বাচনিক সকল প্রচেষ্টার অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ।"
বাচনিক যথা আলাপ-আলোচনা ওয়াজ, নসীহত, কথোপকথন, বক্তৃতা, দারুস, আর কার্যগত যথা দাঈী বা দাওয়াত দানকারীকৃত চারিত্রিক তথা আচরণগত নমুনা বেশ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য চর্চা শিক্ষা প্রশিক্ষণ সমাজসেবা সংগঠন জিহাদ লেখালেখি ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অনেকে পৌঁছানো বা অনুপ্রাণিত করানো হলো দাওয়াহ।
ডক্টর হুসাইন আল আসসালের ভাষায়-
"মানুষের ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দিন ইসলামকৃত আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সকল তৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ।"

দাওয়াহ হল সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যার দ্বারা মানবসমাজকে কুফরি অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায় অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তর করা হয়।

এর মর্ম হলো এ রূপান্তরিত অবস্থায় অধিবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস পরিবর্তন করে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আখিরাত তথা গোটা ইসলামের বিশ্বাস স্থাপন করবে। সমগ্র সমাজটি অন্ধকার হতে আলোতে রূপান্তরিত হবে। মানুষ খুঁজে পাবে তাদের জীবন চলার সঠিক পথ। সাথে সাথে একক বস্তুবাদিতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে জীবনের ব্যাপক উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে কাজ করে উভয় জগতে কল্যাণ লাভ করবে সাফল্য অর্জন করবে।

তাই ইসলামী দাওয়াতের একটি মোটামুটি সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় যে যে দাওয়াহ কার্যক্রমে সু অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কৃত গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা মেনে নেওয়া এবং বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরিয়াসম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাই ইসলামী দাওয়াহ।

(২.৩) ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃতি ও পরিধি

ইসলামী দাওয়াহ মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন চিরন্তন ও শাশ্বত। আর কেনই বা তা হবে না। এটা ফিতরাতি দাওয়াহ। তথা মানব স্বভাব সুলভ নিয়ম নীতি বা সুন্নাহ পালনের দাওয়াহ। সেই ফিতরিত যে সত্যকে সত্য হিসেবে শ্রদ্ধা করতে এবং মেনে নিতে মানবস্বভাব সদা তাড়না দেয়। যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন সত্যচেতন না তথা মানবসভাব বা ফিতরাতের কার্যকারিতা বহমান থাকবে।

আর এ দাওয়াত শুধু অমুসলিমদের বেলায় নয় বরং তা মুসলিম সমাজেও কার্যকর। তখন এর অর্থ হবে তাদের ইসলামের শিক্ষাদীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের সমাজে ইসলাম পরিপন্থী সকল কুসংস্কার দূর করা। যাতে মুসলমানগন আল কুরআন সুন্নাহর আলোকে খালেস ইসলাম চর্চা করতে পারে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা খাঁটি দিলে ঈমান আনো।" সূরা নিসা- ১৩৬

সুতরাং এ আয়াতে মুমিনগণকে আবার ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হলো ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে চর্চার মাধ্যমে তাদের ঈমানকে আরো পাকাপোক্ত করা। অতএব মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম চলবে। অতএব উক্ত ইসলামী দাওয়াতের মূল কথা হলো সমগ্র মানবজাতি মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক

তাদের সর্বপ্রকার শয়তানি ও তাগুতি শক্তির অনুগত্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে এমন ভাবে প্রভু বা সার্বভৌমতার অধিকারী এবং মাবুদ হিসেবে মেনে নেওয়ার দাওয়াত তথা মানব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত বিধান মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো। মোটকথা ইসলামকে এভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেওয়ার দাওয়াতি ইসলামী দাওয়াহ।

অধ্যায় - ৩ দাওয়াতের আলোচ্য বিষয়

একজন মানুষকে কোন কোন বিষয়য়ে দাওয়াত দিতে হবে বা কোথায় থেকে দাওয়াত শুরু করতে হবে তা জানা না থাকলে হতাশ হতে হয়। আকাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না। বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আল কুরআন থেকে প্রথমেই দাওয়াতের আলোচ্য বিষয়সমুহ জেনে নেয়া আবশ্যক।

(৩.১) আল্লাহর দিকে আহবান

প্রথমেই আল্লাহর শুকরাবাদেও দিকে আহবান করতে হবে। কুল কায়েমাতের সৃষ্টিকর্তা, পাথিবকর্তা, রিজিকদাতা মহান রবের পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করা দরকার। সৃষ্টিকর্তার প্রতি সবারই দুর্বলতা থাকে। কেউ তার জন্মকে অস্বীকার করতে পারেনা। বিশেষ মানুষকে আল্লাহপাক কিভাবে সৃষ্টি করেছেন কোন কোন নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে সে আজকের অবস্থানে এসেছে ইত্যাদি বিষয়গুলো যেকোন বিবেকবান মানুষের মনকে নরম কওে দেয়। এরকমকিছু কথা বলে তাকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানালে আশা করা যায় সুন্দরফল আসবে। ‘হাক্কুল্লাহ’ নিয়ে প্রথমে কথা বললে আর কোন বিতর্ক সৃষ্টি হবেনা।

‘তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর দিকে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদেও সঙ্গে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক তার পথ ছেড়ে বিপদগামি হয়। সেসম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে রয়েছে তাও তিনি সর্বশেষ অবহিত।’ (সুরা নাহল - ১২৫)

‘হে নবি! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রুপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারী রুপে এবং উজ্বল দীপরুপে।’ (আহযাব - ৪৫,৪৬)

(৩.২) আল্লাহর বিধানের দিকে আহবান

দ্বিতীয়ত, মানুষকে আল্লাহর সমস্ত বিধানের দিকে আহবান জানাতে হবে। সুরা আল বাকারার প্রথমেই বলা হয়েছে ‘ এটি এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহের লেস মাত্র নেই। তা

মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। দাওয়াতের ময়দানে গোমরাহী এবং সত্যকে ‘কালামুল্লাহ’ দিয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায় তবে দাওয়াত ফলপ্রসু হতে বাধ্য। সুরা আল মায়েদার ৬৭ নং আয়াতে মানুষের নিকট আল্লাহ তাদের সকল বিধান যথাযথভাবে পৌছে দিতে নবীকে তাগিদ করা হয়েছে। হে রাসুল স: তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌছাও। যদি তুমি এমনটি না কর তাহলে তোমার দ্বারা তার রিসালাতের হক আদায় হবেনা।’

পবিত্র কালামুল্লাহজুড়ে মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার আহবান জানানো হয়েছে। সমসাময়িক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে মানুষকে আল্লাহর বিধান পাঠানোর আহবান জানাতে হবে।

(৩.৩) হালাল হারাম স্পষ্টকরন এবং সৎ অসৎ কাজের আদেশ নিষেধ

কুরান নাযিলের মাধ্যমে হালাল হারামের পার্থক্য চুড়ান্ত করা হয়েছে। সুরা আল আনআমের **১১৯** নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যথা - তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেনে তা তিনি বিষদ ভাবেই বর্ণণা করেছেন।

আজ তারাই এ রহমতের অংশীদার যারা এ প্রেরিত উম্মত নবীর আনুগত্য করে। যার উল্লেখ তাদের নিকট কার্যৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে তাদের সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজের দিকে বারণ করে তাদের জন্য পাকপবিত্র জিনিসগুলো হালাল ও নাপাক জিনিসগুলো হারাম করে এবং তাদেরউপর থেকে এমন সব বোঝা নামিয়ে দেয়। দাওয়াতের ময়দানে তাৎপর্যপুর্নভাবে যদি আল কুরআন নির্দেশিত হালাল হারামের পার্থক্য নিরুপনপূর্বক সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধগুলো তুলে ধরা যায় তবে মানুষ সহজেই দাওয়াত কবুল করবে। তারা বুঝতে পারবে আমার কোন নির্দিষ্ট দলমতের দাওয়াত নিয়ে হাজির হইল বরং আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের উপর নাযিলকৃত আল কুরানের সুমহান দাওয়াত নিয়ে হাজির হয়েছি।

(৩.৪) মানুষকে সাবধান করা ও সতর্ক করা

দুনিয়াতে নবীরাসুলগন পথহারা দিকভ্রান্ত মানুষকে সাবধান সতর্ক করার জন্য এসেছেন। কুরানে ভাষ্যমতে এমন কোন জাতি পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন সাবধানকারী আসেনি। সুরা ফাতিরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ‘আমি তোমাকে সত্য

সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভিতী প্রদর্শনকারী বানিয়ে, আর এমন কোন সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি।'

সুরা আল আনয়ামের ১৯ নং আয়াতেও রাসুল স: সতর্ককারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসে সতর্ককরনের নিকট কাজটি মধ্যে জোরেশোরে করা জরুরী। মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলে গেছে তারা পশুর চেয়ে হিংশ্র দানবে পরিনত হয়েছে। তারা জান্নাত জাহান্নাম কার্যত বিশ্বাস করেনা। প্রতিদিন মৃত্যু দেখেও শিক্ষা নেয়না। আখিরাত আদালত সবকিচুথেকে তারা বিমুখ হয়ে পড়েছে। তাই কুরানের ভাষা দিয়ে মায়া মহব্বতের সাথে যদি সাধারন মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত যুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে তুলে ধরা যায় তবে তা বিফলে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা। সুরা নজমের ৫৬ আয়াতের ৪৫,৪৬ আয়াতেও ভিতিপ্রদর্শন ও সাবধান এবং সতর্ককরনের বিষয়টি এসেছে।

(৩.৫) তাগুতকে অস্বীকারের আহবান

তাগুত সেই শক্তিকে বলে যে নিজে ইসলাম মানে না এবং অন্যদের মানতে বাধা দেয়। হযরত মুসা আঃ কে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন ফিরআউনের কাছে যাও সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। ফিরআউন নিজে ইসলাম মানতো না এবং তার রাজ্যের লোকদেরও ইসলাম মানতে বাধা দিতো। তাই তাকে দাওয়াত বা বিদ্রোহী বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহকারী প্রতিটি শক্তিই তাগুত। প্রায় সকল নবী (আঃ) ই তাগুদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। তাওহীদের বিপরীত হলো শিরক। তুগতই শক্তি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য বিমুখ করে মুলত শিরকের দিকেই ঠেলে দেয়। সুরা নাহলের ৩৬ নং আয়াতে তাগুদ এবং আদমের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি যে আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। তাগুত আজ প্রবল শক্তি নিয়ে ময়দানে নাম করেছে। সুফি মহাজন, নেতা, মাতুব্বর, হাকিমের বস, কুপ্রবৃত্তি, বড় ভাই, বাবা নেতা বিশেষ সবাই তাগুদের মায়া অলংকৃত করে বসে রয়েছে। রমরমা কারবার চলছে তাগুদের। তাগুদের খপ্পরে পড়া মজলুম মানুষদের পক্ষে দাড়াতে হবে। তাদের মধ্য তাগুদকে অস্বীকার করার হিম্মত পয়দা করতে হবে। তাই দাওয়াতের ময়দানে তাগুদ দিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার।

(৩.৬) সত্যের স্বাক্ষী হওয়া এবং সুসংবাদ প্রদানের দাওয়াত।

কলেমা নামাজ রোজা আখিরাত সুন্নাত জান্নাত জাহান্নামকে মানুষ সরাসরি অস্বীকার করেনা। আবার বাস্তবে সে সে ধরনের আলামত করেনা যা দিয়ে তাকে কুরানের পক্ষের স্বাক্ষী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। মানুসের এ এক উদ্ধত স্বভাব। তাই মানুস যা বিশ্বাস করে তার পক্ষে তাকে চুড়ান্তভাবে দাড়িয়ে যাওয়ার আহবান জানাতে হবে। বাস্তব জীবন থেকে করা ও কাজের গড়মিল দূর করে সাচ্ছা ইমানদার হওয়ার দিকে দাওয়াত প্রদানকরতে হবে। আল্লাহ বলেন, আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিনত করেছি। যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীর উপর হতে পারো এবং রাসুল তোমাদের উপর হতে পারেন। সুরা বাকারা ১৪৩ আয়াত।

হে ইমানদার ইউসুফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর হয়ে যাও। সুরা নিসা ১৩৫ আয়াত। সত্যকে গোপন না করে তা প্রকাশ করাই ইমানের। সত্য গোপনের পরিনাম হয় ভয়াবহ।
অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে পৌছাল যার ফলে লাঞ্ছনা অধপতন দুরবস্থা ও অনটন তাদের উপর চেপে বসল। এবং আল্লাহর খবর তাদের ঘিরে ফেলল। এছিল তাদের উপর আল্লাহর আজাবের সাথে কুফরি করার এবং পয়গম্বরকে অন্যায়ভাবে হত্যাকরার ফল। সুরা নিসা ৬১ আয়াত। দাওয়াতের মাঠে মানুষকে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে বাস্তব কর্মের পার্থক্য তুলে ধরে তাদেরকে সত্যের হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভয় শাস্তির আয়াতগুলোর চেয়ে সুসংবাদ ও পুরস্কারের আয়াতগুলো বেশি সামনে রাখতে হবে। সত্যের হয়ে দুনিয়ার জেল জুলুম নির্যাতনের শিকার হলে ব্যবসায়ীক ক্ষতি হলে শহীদ হলে তাদের জন্য রয়েছে চিরসুখের জান্নাত সেখানে কোন কিছুর ঘাটতি থাকবে না।

(৩.৭) বিচার ফয়সালা সিদ্ধান্ত ও শিষ্টাচার শিক্ষার দাওয়াত।

পবিত্র কুরআনে মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত সামস্টিক সকল বিষয়ের আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার আহবান জানায়। রাসুল (সঃ) তার গোটা জিন্দেগীতে মানুষের চরিত্র সংশোধনের প্রয়াশ চালিয়েছেন। উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন তাই আমাদের দাওয়াতের অন্যতম বিষয় হবে মানুষকে শিষ্টাচার শিক্ষার দাওয়াত প্রদান করা। গোটা কোরান শরীফে মানুষকে এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত সুরা নুজুয়াত ও সুরা নুরে উন্নত নৈতিকতা শিক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত এসেছে। বিচার ফয়সালা হবে একমাত্র আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে। সুরা নিসার ১০৫ নং আয়াতে এসেছে ‘হে নবি! আমি সত্য সহকারে তোমার প্রতিটি কিতাব নাযিল

করেছি।যাতে আল্লাহ তোমাকে সেই সঠিক পথ দেখিয়েছেন। সেই অনুযায়ী তুমি লোকদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারো।’

রাসুল (সঃ) নিজেও বলেছেন আমি উন্নত চরিত্রের পুর্নতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং জীবনের সকল আচার আচরন চাওয়া পাওয়ার মানদন্ড এবং কামনা বাসনা কে আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কার্যকর দাওয়াত প্রদান করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর রঙ ধারন কর আর কার রং তার চেয়ে ভালো? আমরাতো তারই ইবাদতকারী। আল বাকারা ১৩৮ নং আয়াত।

(৩.৮) দ্বীন বিজয়ের প্রচেষ্টার দাওয়াত।

পবিত্র কোরানের দ্বীন শব্দটি অনেকগুলোর মধ্যে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্য হলো ইমরান ৮৩, আজ জুমার ২ এবং আল বাকারার ১৯৩ আয়াতে আনুগত্য অর্থে এবং সুরা আল ইমরান ১৯, ৮৫। আশ শুরা ১৩, আস সফ, মায়েদা-৩ নং আয়াতে আনুগত্যের বিধান বা পদ্ধতি অর্থ ’দ্বীন’ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে সূরা মুমিন -২৬, ইউসূফ-৭৬, নূর-২, তাওবার-২৯ আয়াতে দ্বীন শব্দকে আইন, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বীন শব্দের কুরআনিক ব্যবহার অনুযায়ী এর যেসব অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ পাওয়া গেলো তার ভিত্তিতে জানা যায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স. এর উপর নাযিলকৃত আল কুরআন হচ্ছে ’আনুগত্যের বিধান’। এগুলো রাষ্ট্র ও সমাজে কায়েমযোগ্য ’আইন’। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজে এই আনুগত্যের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা এবং সে চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করাই ঈমানের দাবী।

নবী-রাসূলগন (আ) তাদের উপর নাযিলকৃত বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্যই দুনিয়াতে এসেছিলেন। আর এসব বিধিবিধানের মধ্যে এমন অসংখ্য বিধিবিধান আছে যেগুলো রাষ্ট্রশক্তি বা রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর তাই রাজনৈতিক মাঠে ’দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন’ করা আবশ্যক, বরং এ কাজকে অনুগণ্য সব কাজের বড় কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুরা কাহাফ এর ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহইতো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন, আর এ বাস্তবত্ সম্পর্কে আল্রাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। সুরা আস সফ ৯ নং আয়াতেই এরই কথা বলেছেন ‘তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি এ দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয় করেন। তাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।’ সুরা বনি ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আর ঘোষনা করে দাও সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্তি হওয়ারই কথা।

উপর্যুক্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনার পর আর বিতর্কের সুযোগ থাকেনা। তাই দাওয়াতের একটা বড় অংশজুড়ে থাকবে ইকামতে দ্বীনের ব্যাপারে দাওয়াত। মানুষকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা বোঝানো পারিপার্শিক ব্যবস্থাপনা থেকে যেসব ভুল ধারনা মনে বদ্ধমুল আছে সেসবের যুক্তিযুক্ত অপনয়ন করাই দাওয়াতেরই অংশ।

(৩.৯) দাওয়াতের প্রায়োগিক দিক হিকমত

ক্লাসিক্যাল আরবিতে শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দিয়ে জয় করা বোঝাতে হিকমত শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ফিকহবিদদের মতে, ইসলামি শরিয়ার বিধি বিধান সম্পর্ক গভীরভাবে জানা এবং তা প্রয়োগের কলা কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করাই হলো হিকমত। এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্ঞা, সুক্ষতজ্ঞান, পান্ডিত্য, দুরদর্শিতা ইংরেজি Wisdoom, Good judgment. দাওয়াত কাজের ক্ষেত্রে হিকমত প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

অধ্যায় - ৪ পূর্ববর্তী নবীগণের দাওয়াত:-

পূর্ববর্তী সকল নবী রাসুলগণ সকলেই মূলত তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের দাওয়াতের একমাত্র লক্ষ্য এক আল্লাহর ইবাদত করা। বিভিন্ন নবী রাসূলের দাওয়াতের ধরন ও বিভিন্নতা ছিল। পূর্ববর্তী চারজন নবীর দাওয়াতের ধরন ও বিষয় উল্লেখ করা হলো।

(৪.১) হযরত আদম (আঃ) এর দাওয়াত

হযরত আদম আলাইহিস সালামের দাওয়াত যোগে যুগে যুগে আশা দিন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সে দিকগুলো হল আকিদা শরিয়া ও আখলাক। এ ব্যাপারে আদম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না তবে কিছু কিছু ইশারা আল কুরআনেও এসেছে। উদাহরণস্বরূপ আকিদার ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি আল্লাহ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আল্লাহকে তিনি রব জ্ঞানী দয়াময় জ্ঞানদাতা পাপ মার্জনাকারী তওবা কবুলকারী হিসেবে জানতেন। এমনিভাবে তিনি আখেরাতে পুনরুত্থান সম্পর্কেও জানতেন। সূরা আরাফ ২৫

আখিরাতের প্রতিদান বেহেশত সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান এর অধিকারী ছিলেন। কারণ তিনি সেখানে বাস করেছিলেন এবং দোযখ সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। সূরা বনী ইসরাইল ৬৩

এমনিভাবে অদৃশ্য শক্তি ফেরেশতা ও শয়তান সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। শরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি এ পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত না মানিয়ে এসেছিলেন। সূরা বাকারা ৩৮

অনুরূপভাবে আখলাকের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন। ভালো দিক সমূহের মধ্যে শুকরিয়া রহমত বিনয় অপরের ওপর জুলুম না করা ইত্যাদি। এমনিভাবে শয়তানের চারিত্রিক জ্ঞানে দম্ভ ঢোকা অন্যায় জুলুম শত্রুতা শঠতা ইত্যাদি বলতে কি বুঝায় তাও জেনে ছিলেন।

তাই দ্বীন ইসলামের এ ত্রিবিধ স্তম্ভ সম্পর্কে তিনি তার সন্তান সন্ততি কে বর্ণনা করেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সে ধরনের বিচিত্র শিক্ষা পেয়েছেন বলে আল কুরআনের একটি আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

"অতঃপর আদম তার রবের কাছ থেকে কত পয়গম্বর লাভ করেন।" সূরা বাকারা ৩৭

এই আয়াতে কত পয়গম বলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় তার পয়গামের বিভিন্ন দিক ছিল। তবে তার দাওয়াতে আধ্যাত্মিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছিল। তার সময়ে শিরকের উৎপত্তি হয়নি। তাই এর বিরুদ্ধে কিছু বলার প্রয়োজনও হয়নি। তিনি স্বভাবতই তাওহীদপন্থী ও আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের অনুসারী

ছিলেন। তার সময় যেহেতু মানব জাতি বলতে তার সন্তান সন্তানদেরই বোঝাতো সেহেতু পরিচিত জনের মাঝেই তার দাওয়াত সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবত তার প্রতিটি কথা ও কাজ সকলেই বিস্ময় ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করত মেনে চলত ।তিনি ছিলেন উসওয়ায়ে হাসানা তথা উত্তম মডেল।

(৪.২) হযরত নুহ(আঃ) ও তার দাওয়াত

অজ্ঞতা পৌত্তালকতা ও পাপ+পাঙ্কিলতায় নিমজ্জিত জাতির প্রতি প্রেরিত হয়ে হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন:

১: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে দাওয়াতী কাজের সূচনা

২: তাকওয়া ও খোদাভীতি জাগ্রতকরণ তাকওয়া

৩: ইহ পারলৌকিক জীবনে সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণের সুসমন্বিত দাওয়াত

৪: বৈশ্বিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদার মাঝে সুসমন্বয়

৫: উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনয়ন

৬: সুন্দর আকর্ষণীয় নরম কথা ও কাজের মাধ্যমে দাওয়াত পেশ

৭: বারবার দাওয়াত পেশ

৮: সার্বক্ষণিক দাওয়াতি কাজে সব ধরনের সুযোগের সদ্ব্যবহার ও সদা ব্যস্ত থাকা

৯: চরম ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন

১০: বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপন

১১: সাম্যের ভিত্তিতে সর্বস্তরে দাওয়াত প্রসারিত করা

১২: সন্দেহ অপনোধন ও অভিযোগ খন্ডন

১৩: জনগণের মাঝে দা'ঈ সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টির প্রয়াস ও হৃদয়নিংড়ানো বক্তব্য প্রদান

১৪: ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

১৫: বৈশ্বিক উপকরণ আবিষ্কার ও ব্যবহার

(৪.৩) হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তার দাওয়াত

উল্লেখ্য আল কুরআনের ভাষ্যমতে হযরত ইব্রাহিম আলাই সালাম কে বাল্যকালেই আল্লাহ তাআলা রুশদ বা সৎপথের জ্ঞান (সূরা আম্বিয়া ৫১) এবং তার অপার মহিমায় কালবে সালিম বা নির্মল হৃদয় দান করেছেন (সূরা সাফাত ৮৪)। সৃষ্টি রহস্য এবং আসমান-জমিনের সুষ্ঠু

পরিচালনা ব্যবস্থা দেখে ইব্রাহিম (আ.) এর নিশ্চিত পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামিন।(সূরা আন'আম ৫৭)।

আল কুরআনের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় তিনি যৌবনকালের প্রারম্ভেই নবুওয়াত লাভ করেন। (সূরা আম্বিয়া ৬০) তাই তিনি তার অন্তদৃষ্টি ও ঐশী জ্ঞানের নির্দেশন দ্বারা লক্ষ্য করলেন তার পরিবারই মূর্তি পূজায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। তার পিতাই মূর্তিপূজকদের নেতা ও মূর্তি নির্মাতা। তাই তিনি স্থির করলেন পিতাকেই প্রথম দাওয়াত দেবেন। কেননা একদিকে পিতাপুত্রের সম্পর্ক উভয়ই পরিচিত জন অন্যদিকে নেতা ঠিক হয়ে গেলে অনুসারীরাও ঠিক হবে। এই ভেবে তিনি তার পিতাকে দাওয়াত দিয়ে বসেন। ধারণা করা হয় এখানেই তার দাওয়াতের পূর্ণ সূচনা।

তার সম্প্রদায়ে এক শ্রেণীর লোক তারকা পূজা করত। যাহোক সে সময়ে উদিত তারকা গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় তারকার নাম ছিল শেরা।(সূরা নাজ্ম ৪৯) অথবা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হেরানে তারকা পূজারীদের সাথে তার কথাবার্তা কিংবা তর্কবিতর্ক হয় নতুবা তার সময়ে মূর্তিপূজার যে তারকা পূজা ছিল খুবই জনপ্রিয়। তিনি তাদেরকে সূক্ষ্ম কৌশল ও বিচক্ষণতার সাথে দাওয়াত দেন।

তিনি প্রতিমা পূজারীদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দানে মৌখিক ও কার্যগত উভয় ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আল-কুরআনের এক তথ্যে দেখা যায় তিনি তার পিতাকে যেমনি ভাবে মূর্তি পূজার অসারতা বুঝিয়েছিলেন তেমনি তার কওমের লোকজনকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

(৪.৪) হযরত সুলাইমান (আঃ) ও তার দাওয়াত

তিনি বনি ইসরাইলি সমাজসহ বিজিত অঞ্চলের শরীয়তে আইন প্রচলন করেছিলেন। কুরআনের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় বাতাস তার অনুগত্য ছিল

'আমি সোলায়মানের জন্য প্রবল বাতাসকে অনুগত্য বানিয়ে দিয়েছিলাম যা তার হুকুমে ওই দেশের দিকে বয়ে যেত যার মাধ্যমে আমি বরকত রেখেছি। আমি সব বিষয়েই ইলমের অধিকারী ছিলাম।'(সূরা আম্বিয়া ৮১)

এমনিভাবে তিনি পাখি ও কীটপতঙ্গের কথোপকথন অনুধাবন করতে পারতেন।

'সুলাইমান দাউদ এর ওয়ারিশ হলেন এবং তিনি বললেন হে লোকেরা আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সব রকমের জিনিস দেয়া হয়েছে অবশ্যই আল্লাহর সুস্পষ্ট মেহেরবানী'। (সূরা নামল ১৬)

রাজা-বাদশাদের কাছে দাওয়াত পত্র বিনিময় করা তার দাওয়াত কার্যক্রমের একটি বিষয় দিক তার দাওয়াতটি কার্যক্রমে দেখা যায় তিনি ইয়ামেনের সাবা গোত্রের রানীকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র দিয়েছিলেন। কারণ সে মহিলা ছিল সূর্য পুজক।

'রানী বলল হে আমার দরবারের লোকেরা আমার দিকে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ফেলা হয়েছে।'(সূরা নামল ২৯)

শেষ পর্যন্ত সে দেশের রানী বিলকিস হযরত সোলায়মান এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। এই মর্মে দেখা যায় তিনি যখন রানী বিলকিসকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন রানী সুকৌশলে অনেক মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন দিয়ে এক রাজকীয় দূতকে দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু তা পেয়ে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ভুলে যাননি বরং দাওয়াতের উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

(৪.৫) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর দাওয়াত

মহানবী (স.) ছিলেন শেষ ও শ্রেষ্ঠ সার্থকান দাওয়াত দানকারী। আল্লাহ তায়ালা ও সমস্ত নবী রাসুলেরা দাওয়াত দিয়েছেন পথভ্রষ্ট বেদিন তাগুত পূজারী ও শয়তানের দলভুক্ত নারী পুরুষের নিকট এখনো যারা এ মহৎ কর্মটি করতে চান আল্লাহ ও তার বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু সালাম তাদেরকে ওই সমস্ত লোকদের নিকটে দাওয়াত পেশ করতে হবে। তবে তাগুতি ক্ষমতাধর ও কুফরি শাসক বর্গের নিকট দাওয়াত দান করা উত্তম। কেননা প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ তাই করেছেন। কোন নির্দিষ্ট দিকের গাড়িকে ভিন্ন দিকে নিতে হলে গাড়ির চালককে বুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। সমস্ত যাত্রী পরস্পর ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা পর্যালোচনা চিৎকার হৈলুল্ল রক্তারক্তি এমনকি হত্যাকান্ড ঘটালেও গাড়ির দিক পরিবর্তন হবে না। তবে দিক ও পথভ্রষ্ট যাত্রীদেরকে উপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কোন বিষয়ের উপর দাওয়াত দিতে হবে পূর্ব আলোচনায় তা এসে গেছে। প্রত্যেক নবী রাসূল শয়তানের পথের মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের দাওয়াতের মূল কথা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নির্দেশদাতা উপাস্য মাবুদ নেই। দাওয়াতের এ মহাপবিত্র বাণীটি হযরত আদম আলাই সাল্লাম হতে শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বা সংবিধান দ্বীন ইসলামের মূল মন্ত্র। এ মহাবানী বা মহা পবিত্র কালেমাটি ইসলামী দ্বীনের প্রবেশদ্বার, প্রথম খুঁটি বা স্তম্ভ রুকন। এর ভীতি বা ভিটে হল তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ আছেন তিনি এক কল্যাণকর যাবতীয় গুণ রাশিতে তিনি এককভাবে পরিপূর্ণ তার এখতিয়ার বা সার্বভৌম ক্ষমতা নিরঙ্কুশ চিরস্থায়ী ও তুলনাহীন সবকিছু তারই নিকট হতে নিতে ও সবকিছু শুধুমাত্র তাকেই দিতে হয় তার জাত সিফাত

এখতিয়ার ও হকে এ একত্রে স্বীকৃতি ও সবকিছুর বিনিময়ে তা আমলের বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হলো তাওহীদের প্রকৃত বিশ্বাস বা ঈমান। এর বিপরীত হলো শিরক। সে শিরক আস্তিক বা নাস্তিক যে নামেই হোক না কেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এ দাওয়াতের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যে দাওয়াত দিয়েছেন তা হল তাওহীদে বিশ্বাস করলে শিরক ও মুনাফিকি বর্জন করতে হবে। জানমালের পুরা ক্ষতি মেনে নিতে হলেও তা নিতে হবে কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কোন কাজ করা যাবে না। তাওহীদের এ বিশ্বাসকে একান্ত ভাবে কার্যকরী করতে হলে নবী-রাসূলদের নবুওয়াত ও রিছালাতের বিশ্বাস করতেই হবে। কেননা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কিভাবে কতটুকু কোন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে মানতে ও বানাতে হবে তা আল্লাহ পাক তার নবী রাসুলদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্যই বিশ্বনবী (স.) এর রিসালাতের উপর ঈমান আনা ফরজ। যারা তা আনবে না তারা কাফের। বল আল্লাহর দাসত্ব ও রাসুলের আনুগত্য কর। যারা আল্লাহর দাসত্ব ও রাসুলের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সত্য বিমুখ বিদ্রোহী কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না । ৩২ ইমরান

এমনকি যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর পথে না চলে কুফরের সাথে আপোষ করে কিংবা কুফরি ও ইমান শয়তান ও মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর মাঝে একটি পথ বেছে নেয় তাদেরকে আল্লাহ পাক্কা কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং যারা কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি পথ তৈরি করে নেয় তারা পাক্কা কাফের। (১৫০ - ৫১ নিসা) তাই আল্লাহপাক মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত মানবজাতিকে তার রাসূলের রিসালাত কবুল করার ও গ্রহণ করার দাওয়াত দিয়েছেন। মহানবী (স.) এর রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণের অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্দুল্লাহ আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী তার উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী এবং দ্বীন ইসলামের লিখিত সংবিধান হযরত আদম আঃ হতে আল্লাহ প্রদত্ত যেদিন ইসলাম শুরু তার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতার সাধিত হয় এবং এ দিন শুধুমাত্র তারই মত ও পথে মানতেও বানাতে হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ছিলেন চির নিরাপোস। তিনি কোনদিন কারো সাথে কোন অবস্থাতেই তার দিনের এতটুকু কাটছাট করে ক্ষনিকের জন্য আপোষ করেননি। জাহান্নামের সাথে কোন আপোষ হয় না। তার থেকে সব সময় নিরাপদ দূরে থাকাটাই বিবেকের দাবি। বিশ্ব নবী (স.) কে কত নির্মম দৈহিক নৈতিক ও আর্থিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে, হত্যার ষড়যন্ত্র ও বারবার আক্রমণ করা হয়েছে দেশ থেকে বাধ্য করা হয়েছে অসম যুদ্ধে মুখোমুখি হতে হয়েছে কিন্তু তিনি আপোষ করেননি। এ যোগ্যতা দাওয়াত কারীর জন্য অপরিহার্য। দাওয়াত দাতা মহানবী সাঃ এর অন্যতম যোগ্যতা হলো লিল্লাহিয়াত অথবা আল্লাহর জন্য কাজ করা।

তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জীবনের কোন কাজ এক বিশেষ করে দাওয়াতের কাজ কোনদিন নিজের জন্য নিজের বংশধর কারো জন্য জাতির কারো জন্য করে নি। যা কিছু করেছেন আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছেন। আল্লাহ মহান তম প্রভু প্রিয়তম বন্ধু একান্ত তম সাহায্যকারী অনুপম নিঃস্বার্থ অভিভাবক আল্লাহু আকবার তিনি সবার বড় সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত সৌন্দর্যের আঁধার। তাই তার জন্য কিছু করতে হলে তা সর্বোত্তম সর্বাঙ্গীর সুন্দর করে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পূণ্য নিষ্ঠা সহ করা উচিত। তিনি দায়ী ইলাল্লাহর কাজ তাই করেছেন। তিনি দাওয়াত দিয়েছেন সর্বাধিক ভদ্রতা নম্রতা ও হৃদ্রতা সহকারে।

অধ্যায় - ৫ দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

(৫.১) ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব

আজকে আমরা গুটিকয়েক মুসলমান নিতান্ত স্বার্থপরের মত শুধু নিজেরাই আল্লাহর হুকুম পালন করার চেষ্টা করছি। পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছি। দ্বীনের দাওয়াতের যে গুরু দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের উপর অর্পিত সে কথা বেমালুম ভুলেই গেছি কিংবা জেনেও না জানার ভান করছি। শুধু তাই নয় মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব ও সংবলিত যে সুস্পষ্ট বাণী কোরআন উল করিমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে সেগুলোকে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা ভিন্ন খাতে প্রবাহের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা এই শ্রেষ্ঠ উম্মত। সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো তোমরা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে আর আল্লাহর উপর ঈমান সুদৃঢ় করবে। সূরা আলে ইমরান ১১০। উক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে কতগুলো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এক আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে দুই প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব দিয়ে আর তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ হলো ওমরে বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। আমরা নিজেরা আসতে পারিনি বরং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। কাউকে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর অর্থ হলো তাকে উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহতালা এরশাদ করেন ওই ব্যক্তির কথার চাইতে ভালো কথা আর কাহার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে নিজে নেক আমল করে আর বলে যে আমি একজন মুসলমান সূরা হামিম সেজদা ৩৩। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল প্রথমেই বলা হয়েছে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার কথা অর্থাৎ দাওয়াত এবং তারপর এসেছে নিজে নেক আমল করার কথা অর্থাৎ ইবাদত। এই আয়াতের তাৎপর্য আমরা দুই ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। প্রথমত ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, ইসলামের প্রথম যুগে যখন নামাজ তথা অন্যান্য এবাদতের হুকুম আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে বর্তানো হয়নি তখন শুধু দাওয়াতের আমলি প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা দেখি নামাজের জন্য সর্বদাই আযান দেয়া হচ্ছে আর আজান সর্বদা নামাজের পূর্বেই দেওয়া হয়। আজান হল দাওয়াত আর নামাজ হলো ইবাদত। দ্বীনের দাওয়াতের কাজকে ছোট মনে করে শুধু নিজে ইবাদতে মশগুল থাকা আজান না দিয়ে নামাজ পড়ে নেওয়ারই নামান্তর। পাঠক সমাজ একটু লক্ষ্য করে দেখুন উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যের কি অপূর্ব

সাদৃশ্য। কুরআনুল কারীমের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান তোমাদের মধ্যে এমন একটি জামাত থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং এরাই প্রকৃত সফলকাম আলে ইমরান ১০৪। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা তথা কল্যাণের দিকে আহবান করার এ কাজটি আমরা সবাই নিজের দায়িত্ব মনে করে করি আল্লাহ তাআলা এটাই চান। আর এ কাজ যারা এই ইখলাস সঙ্গে করবে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের সফলতার গ্যারান্টি দিচ্ছেন।

সৃষ্টির সেরা মানবজাতির প্রতি প্রথম দাওয়াত দানকারী স্বয়ং মহাপ্রভু আল্লাহ। তার প্রথম দাওয়াত হল হে মানবজাতি তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত বা দাসত্ব করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। একুশ আল বাকারা। এ দাওয়াতের ভাষা ও বিষয় দৃষ্টে মনে হয় বিশ্ব মানবজাতি এক মহা ময়দানে সমবেত হয়েছে। সকলের দৃষ্টি গোচরযোগ্য এক বিরাট বক্তৃতা মঞ্চ হতে নিখিল বিশ্বের এক স্রষ্টা মালিক ও রব আল্লাহতালা তার প্রিয় মানবজাতির নিকট একান্ত বন্ধু ভাবে বাড়ারম্বরহীন সুস্পষ্ট ভাষায় অতি দরদ সহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দাওয়াত পেশ করেছেন। আল্লাহপাক যেদিন তার প্রিয়তম বান্দা মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সাল্লামকে জান্নাত থেকে শয়তানের মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণ দিয়ে দুনিয়া আমাদের জন্য অবতরণ করিয়েছিলেন সেদিন বলেছিলেন, আমার নিকট হতে তোমাদের নিকট যে সংবিধান বা জীবন ব্যবস্থা পৌঁছবে যারা সেই বিধান মেনে চলবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে জন্য কোন ভয় ও চিন্তা ভাবনার কারণ থাকবে না আর যারা তা গ্রহণ করতে মেনে চলতে অস্বীকার করবে এবং আমার নির্দেশ আদেশ-নিষেধ সমূহকে গুরুত্বহীন মনে করবে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগের পর আখিরাতে তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে ।৩৮-৩৯ বাকারা এ প্রেক্ষাপট বা ভূমিকার পরেই মহাপ্রভু আল্লাহ তার মূল দাওয়াত পেশ করেছেন।

পবিত্র কোরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য হলো যে, দাওয়াতের পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ না করে আহ্বায়কের বুদ্ধি বিবেক ও বিচার বিবেচনা শক্তির উপর ছেড়ে দিয়েছে। যেন কোন সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতিতে কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হয় তা স্বয়ং আহ্বায়ক নির্ধারণ করে। এ বিষয়টি স্বয়ং আহবায়কের যোগ্যতা বিচক্ষণতা এবং রুচি ও আকীদার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তার ধর্মীয় চিন্তাধারা আর আবেগ অনুভূতি ও মনোবলের ওপর কর্তৃত্বশীল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে সে তার পথ নির্দেশ করবে ও স্বয়ং কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। পবিত্র কোরআন মজিদের কেবল একটি ব্যাপক কাঠামো দিয়েছে যার মধ্যে দাওয়াতে দিনের সমুদয় প্রাণ সত্তা পুড়ে দেওয়া হয়েছে। সূরা নাহলের ১৩৫ নম্বর আয়াতে

ঘোষিত হয়েছে হে নবী মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদোপদেশের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর পথে আহবান করুন এবং খুবই উত্তম রূপে তাদের সাথে বিতর্ক করুন এ আয়াতে আল্লাহর পথে আহবানকারীরা স্বাধীনতার সীমা ও এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত বাক্যাংশ তোমার প্রভুর পথের দিকে ডাক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা দাওয়াতের ব্যাপকতা ও আহবায়কের স্বাধীনতা প্রতিয়মান হয়। আয়াতে বলা হয়নি যে ঈমানের দিকে আহ্বান করো অথবা নামাজ কায়েম করার প্রতি আহ্বান করো কিংবা সচ্চরিত্র অবলম্বন করার জন্য উৎসাহিত কর বা সঠিক ও সৎ আকিদা বিশ্বাসের দিকে আহবান কর কিংবা মানুষকে সম্মানের কথা শিক্ষা দাও বরং প্রভুর পথে শব্দটির মধ্যেই দিনের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো দিক নিহিত আছে সুতরাং এর শব্দটি চিন্তা ও কর্মের এক অসীম দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। যার মধ্যে অন্যান্য ঐশী ধর্ম মানুষকে জীবনের সকল প্রয়োজন চাহিদা ও সকল মানবিক প্রয়োজন অভিব্যক্ত হয়েছে। ডাক বা আহবান কর শব্দটি ও ব্যাপক অর্থবোধক। এরমধ্যে না এর শর্ত রয়েছে যে ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে আহবান কর না রচনা ও লেখনীর দ্বারা আহবান কর না উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর। যেহেতু ডাক শব্দটির মধ্যে সমস্ত অর্থই রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আহ্বায়কের স্বাধীনতা রয়েছে যে সময় সুযোগ মতো কখনো সে উপদেশের মাধ্যমে আর কখনো বক্তৃতা ও ওয়াজের মাধ্যমে আবারও কখনো রচনা বা অন্যান্য কোন গণমাধ্যমের দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করলে চলবে এবং শরীয়ত সম্মত প্রভাবশীল সমস্ত উপায় উপকরণ অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

অতঃপর বলা হয়েছে যে তোমার প্রভুর পথে এই বাক্যাংশটি ও এত গভীর ব্যাপক ও পুর্নাঙ্গ যে এর বাইরে অন্য কোন অর্থ করা সম্ভব নয়। হেকমত শব্দটিও এত ব্যাপক অর্থবোধক যে অন্য কোন ভাষায় এর অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নয়। সদোপদেশ শব্দটিও খুবই ব্যাপক। কোরআনের এ আয়াতে আহবায়ককে সীমিত স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে সংক্ষেপে পূর্ণ বিবরণ ও দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি মহানবী সাঃ এর পূর্বসূরী আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গটি সূরা নাহলের ১২০ থেকে ১২৩ নম্বর আয়াতে বিবৃত হয়েছে ঘোষিত হয়েছে। নিশ্চয়ই ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজস্ব ভাবেই এক উম্মত ছিলেন। আল্লাহর আদেশ অনুগত এবং একমুখী একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কখনোই মোশরেক ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নেয়ামত সমূহের শোকর আদায়কারী ছিলেন। আল্লাহ তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন এবং সঠিক সোজা পথ দেখিয়েছেন। দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দিয়েছেন এবং পরকালে তিনি নিঃসন্দেহে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন। পরে আমরা তোমার প্রতি এই ওহী পাঠিয়েছি যে একমুখী নিষ্ঠা বান হয়ে ইব্রাহিমের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে চলো। আর তিনি মোশরিকদের মধ্যে ছিলেন না। এরপর এরশাদ হল আলোচ্য আয়াত হে নবী মানুষকে প্রজ্ঞা

ও সদপেদেশের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর পথে আহবান করুন এবং খুবই উত্তম রূপে তাদের সাথে বিতর্ক করুন। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই আয়াত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর তাওহীদের দাওয়াতের সাথে সুদৃঢ় ভাবে যুক্ত রয়েছে।

(৫.২) দ্বীনভিত্তিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব

দুনিয়াতে আজ আমরা প্রায় দুটি কথা শুনি সেটা হলো দিন এবং দুনিয়া। এর তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা কখনো চিন্তা করিনা। দিণ কাকে বলে? দিণের ভেতর কি শক্তি আছে? দিণ যে অর্জন করে তার ভিতর কি শক্তি আছে? এই কথা হয়তোবা আমরা অনেকেই জানিনা! দিণের অর্থ সাধারণভাবে আমরা অনেকেই যেভাবে বুঝে থাকি দিণের অর্থ ঠিক তা নয় আমরা অধিকাংশ মানুষই দিণ বলতে সীমাবদ্ধ কিছু আমলকে মনে করে থাকি অথচ দিন এই সীমাবদ্ধ আমলের নাম নয়।

২৪ ঘন্টা জিন্দেগির মধ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে থাকে তা আল্লাহ পাকের হুকুম এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর তরিকা মোতাবেক করার নামই হলো দিণ। শুধুমাত্র নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত আর এমনি কয়েকটি আমলের নাম দিণ নয়। মানুষ ২৪ ঘন্টা যা কিছু করে বিবাহ করুক ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি যাই করুক না কেন এ কাজগুলো যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই -এর সাল্লাম তরিকা মোতাবেক হয় তবে তা দিণ হবে। আর এই দিণ যখন মানুষের জিন্দেগীতে আসে এর শক্তি বা এর প্রভাব তখন শুধু দুনিয়াতে নয় বরং দুনিয়া এবং আখিরাতের সব জায়গায় প্রকাশ পায়। এই দিন যখন মানুষের জিন্দেগীতে আসে তখন এর প্রভাব আসমানের ওপর জমিনের উপর চাঁদ সুরুজ জীব জানোয়ার পশু পাখি পাহাড় পর্বত সমুদ্র তথা আসমান ও জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে তা এই সমস্ত জিনিসের ওপর পড়ে। শুধু এই দুনিয়ার জিন্দেগীতে নয় এই দিণ যখন মানুষের জিন্দেগীতে আসে তখন এর প্রভাব পড়বে কেয়ামতের ময়দানে পুলসিরাতের ওপরেও তা শক্তিকে দেখা যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নামাজকে যদিও দ্বীনের একটি আমল মনে হয় কিন্তু তাতে যদি আল্লাহর হুকুম আর রাসূল (স.) এর তরিকা না থাকে তবে সেটা নয়। আবার অনেক আছে যেটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় না যে এটা কোন আমল যেমন মানুষ বিবাহ সাদি করে ঘর-সংসার করে স্বামী স্ত্রী হাসি তামাশা করে কিন্তু এগুলো যদি কেউ আল্লাহর হুকুম আর হুজুর সাল্লাল্লাহু সালামের তরিকা মোতাবেক করে তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন আমলের মত মনে না হলেও তবুও এটা হবে।

দাওয়াতের মেহনতের উদ্দেশ্যে কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকটি গুণ বা দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হলো যেন গোটা মানুষের মধ্যে এসে যায়। কেউ যদি নিজের জান ও মাল আল্লাহর

রাস্তায় ব্যয় করে উসুলের ওপর ওপর চলা তার জন্য আসান হয়ে যাবে। কোন ট্যাবলেটের নাম নয় বা কোন ক্যাপসুল এর নাম নয় যা খেয়ে নিলেই হাসিল হয়ে যাবে। মানুষের ভেতর কিভাবে আসতে পারে তার নিদর্শন রয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় সাহাবাদের জীবনীতে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনকে এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুরু হতে কোন পন্থা অবলম্বন করিয়েছিলেন সেদিকে আলোকপাত করা যাক।

ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর থেকে রসূল পাক সাঃ এর দুনিয়াতে আসা পর্যন্ত এই যে মধ্যবর্তী সময় এই সময়ের অবস্থা এরকম ছিল যে শিরক আর কুফরের অন্ধকার সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই কঠিন সময়ে হুজুর সাঃ অন্য কোন পন্থা অবলম্বন না করে পাইকারি ভাবে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন কেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন মানুষের মধ্যে যখন ঈমানের মতো দৌলত হাসিল হবে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যে নিদর্শন আসুক মানুষ তা দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিবে। নামাজ রোজা হজ জিহাদ ইত্যাদি আমলের হুকুম এসেছে অনেক পরে। হুজুর সাঃ এর ঈমানের দাওয়াতের ফলশ্রুতিতে যখন কিছু ঈমানদার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশগুলোর মানবার যোগ্যতা পয়দা হয়েছিল তখনই আমলের নির্দেশ এসেছিল ঈমানদার হওয়ার পূর্বে কিন্তু কোন আমলেরই নির্দেশ আসেনি।হুজুর সাঃ কে মানুষ তৈরীর জন্য নয় থেকে 13 বছর পর্যন্ত মানুষের দিলের ওপর শুধু দাওয়াতি চার্জ দেওয়ায় লেগেছে।

ঈমান হলো একটা বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন এর ন্যায়। একটা ১০০ তালা বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশনকে অনেক মজবুত করে বেশি গর্ত করতে হয় তা না করে যদি অতি সামান্য গর্ত খুঁড়ে অল্প লক্কর দিয়ে করা হয় তবে তা সামান্য হওয়াতে যেমন মাটির সাথে মিশে যাবে অনুরূপ ঈমান যদি মজবুত না হয়ে একেবারেই দুর্বল হয় তবে শয়তানের এক ফুৎকারে বিল্ডিংর োপ নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত রিহাদ যাই বলি না কেন সব তম্বই ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থাৎ কোন আমলের মধ্যে সচলতা আসবেনা।

বোঝা গেল ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক অতি নিবি। ঈমান বাড়লে আমল বাড়বে আর ঈমান কমলে আমলও কমে যাবে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে দুনিয়াতে যত প্রকার নেক আমল আছে আল্লাহর দিকে ডাকার কাজে মানুষের ঈমান সবচেয়ে বেশি বারে। নবী বা রসুলগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার কাজ নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন। নবীদের সবচেয়ে বড় অজিফা ছিল মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। এ কারণেই নবীদের ঈমান ছিল পাহাড়ের চেয়েও অটল। মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন দায়ী তার উম্মতরা ছিলেন আবেদ। তাইতো ফেরাউন বাহিনী যখন মূসা আঃ সালাম ও তার কওমকে তাড়া করে একেবারে নীলনদের সন্নিকটে পৌঁছে দিয়েছিল তখন মুসা আলাই সালাম ছিলেন ঈমানের ওপর অবিচল। অথচ তার কওমের লোকজন ভীতর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কওমের লোকজন যখন এ

পরিস্থিতির শিকার হয়ে বলেছিল মুসা এখন উপায়? মুসা আলাই সালাম উত্তর দিয়েছিলেন আল্লাহতালা ব্যবস্থা করবেন। পরক্ষণেই লাঠির আঘাতে পানির মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল। এ ঘটনা তো আমাদের সবারই জানা।

যারা দ্বীনের দাওয়াত দেনেওয়ালা তাদের সাথে যে আল্লাহর শক্তি বিরাজমান এরকম ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের অনেক রয়ে গেছে শুধু নবীদের জীবনীতে নয় সাহাবা তাবেঈন তাবে তাবেঈন থেকে শুরু করে পীর মহাশয় যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার কাজ করেছেন প্রত্যেকের সাথেই যে আল্লাহ তাআলার শক্তি ছিল এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা কেরামতি হিসেবে প্রকাশ করেছে এমন ঘটনা সর্বজনবিদিত।

হুজুর সাঃ যদি মসজিদের এক কোনায় বসে শুধু নামাজ জিকির আর কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তবে কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু সালামের ওপর আর একটা মানুষও মুসলমান হতে পারতো না অথবা হুজুর সাল্লাল্লাহু সালামের দাওয়াতের দ্বারা যে কয়জন সাহাবী তৈরি হয়েছিলেন তা করা যদি পর্যায়ক্রমে ইসলামের দাওয়াত মানুষকে না বলছো তো তবে কিন্তু মক্কা মদিনায় দিন বা ইসলাম বিলীন হয়ে যেত। এখন প্রশ্ন আমাদের পর্যন্ত দিন কিভাবে পৌঁছালো। বিদায় হজের ভাষণে হুজুর সাঃ যখন বললেন আমার থেকে তোমরা একটা কথা জানলেও তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দিবে। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় বিদায় হজের ভাষণের পর অধিকাংশ সাহাবী বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার লক্ষ্যে। চীনের ক্যান্টন শহরে হুজুর সাঃ এর মামা আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু এর মাজার রয়েছে। এমনিভাবে হাজারো সাহাবী যারা কলেমার দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের মধ্যে পদচরণ করেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের মাজার রয়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অধিকাংশ সাহাবী দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের কবর রচনা করেছেন দেশান্তরে। আর মুষ্টিমেয় সাহাবীর মাজার রয়ে গেছে মক্কা মদিনায়। সাহাবীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আমাদের পর্যন্ত দিন পৌঁছেছে। সাহাবীরা যদি দিনের প্রচার প্রসারনের জন্য দাওয়াতের কাজ না করতেন তবে হয়তোবা আমরা ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত থাকতাম। সুতরাং বোঝা গেল দাওয়াতের কাজ কোন নতুন কিছু নয় হুজুর সাঃ থেকে শুরু হয়েছে। সাহাবীরা ও করেছেন তাবেঈন তাবে তাবেঈনেরাও দাওয়াতের কাজ করেছেন। তাদের পর পর্যায়ক্রমে অনেকের মাধ্যম হয়ে ইসলামের দাওয়াত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমনকি এখনো এ দ্বীনই দাওয়াত অব্যাহত আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। অতএব মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কিসের তা বুঝা গেল। সূরা আসরে ঈমান নেক আমলের ছলেই হকের দাওয়াত ও ধৈর্যের কথা উল্লেখ করা আল্লাহ

তাআলা কসম করে বলেন এ গুণগুলো যার মধ্যে অসম্পূর্ণ আছে সেই ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। এই চার গুণ এর মধ্যেই কিন্তু দাওয়াতের আমলে একটা পয়েন্ট রয়ে গেছে। সুতরাং দাওয়াত এর কাজ করতেই হবে যদি কেউ নাজাতের আশা করে। দাওয়াত বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেওয়া যেতে পারে। জবানের দ্বারা কলমের দ্বারা আযানের দ্বারা আর মুজাহিদরা দিবেন তরবারির দ্বারা।

আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার কাজে আল্লাহ তাআলা এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার নবীকে প্রত্যক্ষভাবে কোরআনে এভাবে বলেছেন হে নবী আপনি বলে দিন যে এটাই আমার রাস্তা। আমি মানুষকে জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে ডাকি এটা আমার কাজ এবং যারা আমার অনুসারী হবে উম্মত বলে দাবি করবে এটা ও তাদের কাজ।

আল্লাহর নবী হাদীস শরীফ এর মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় একটা সকাল আর বা একটা বিকাল ব্যয় করা যারা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। অন্য হাদিসের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম যা বলেছেন তার মর্ম তো এরূপ আল্লাহতালার রাস্তার ধুলাবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর এক হাদীসের মর্ম এরূপ যে এলাকায় মসজিদ আবাদের কাজ এবং পরস্পর এছলাহ বা সংশোধনের কাজ চলতে থাকে আল্লাহতালা ওই এলাকাবাসীর ওপর থেকে ফয়সালাকৃত আযাব ও গুজবকে তুলে নিয়ে থাকেন। সুতরাং এ কাজ যে না করবে সে বড়ই হতভাগ্য। যে কাজের জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন যে কাজ না করলে ইহকালে মানুষের মস্তানি না হলেও পরকালের দায়ীদের মর্যাদা জেনে মানুষ যে কত বেশি পস্তাবে তা আফসোস করবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না।

(৫.৩) আল কুরান ও হাদীসের আলোকে দাওয়াতের ফজিলত

জিহাদের মূল তত্ত্ব হলো বিশ্ব মানবকে দিনে হকের প্রতি আহবান করা। শরীয়তের পরিভাষায় কালীমার হক এবং ইসলামকে রক্ষা তার প্রচার ও প্রসার কল্পে যে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালাতে হয় তাকে জিহাদ বলা হয়। শরীয়তের সংজ্ঞায় তার আরেক অর্থ হলো মুসলমানদের শত্রু কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে আত্ম উৎসর্গ করা।

রাসুলের কারীম সাঃ এরশাদ করেন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ ও সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করে সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। বুখারী ও মুসলিম।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইভিয়া হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহ বলেন এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় শুধুমাত্র আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যে জিহাদ করা হয় তাই প্রকৃত জিহাদ। অতঃপর ইবনে হাজার আজকাল আমি রহমতুল্লাহ লিখেছেন আল্লাহর কালিমা

বুলন্দ করার অর্থই ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া ও আহবান করা। ইতি রাজাত আওর যাওয়া বাদ ১১ পৃষ্ঠা।

দ্বীনি ফিকিরের ফজিলত সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কিছু সময় দ্বীনি ফিকির দিনের জন্য চিন্তা করা ৬০ বছর অন্যত্র বর্ণিত ৭০ বছর ধরে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। ইফ ইয়াও কুলু মিদ্দিন।

দ্বীনী দাওয়াতের ফায়দা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদের সমস্ত রকমের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দিনের উপর দৃঢ়-পদ রাখবেন। সূরা মুহাম্মদ আয়াত ৭

দ্বীনি দাওয়াতের নবীওয়ালা জিম্মাদারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন হে রাসুল আপনি বলেন দিন এটাই আমার রাস্তা আমি মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম জেনে বুঝে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকি। এটা আমার কাজ এবং তাদের কাজ যারা আমার অনুসারী অর্থাৎ আমার উম্মত। সূরা ইউসুফ আয়াত ১০৭।

দিনে দাওয়াতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ওই ব্যক্তিকে চাইতে কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে নেক আমল করে। আর বলে যে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন। সূরা হামিম সিজদা আয়াত ৩৩

এই উম্মতের দ্বীনি দাওয়াতের ফরিজার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহ হতে ঈমান রাখবে। সূরা আল ইমরান আয়াত ১০

দিনের দাওয়াত ও তাবলীগের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে হযরত রাসূলে করীম সাঃ এরশাদ করেন জিহাদের তুলনায় তোমাদের সমস্ত নেক আমল মহাসমুদ্রের তুলনায় বিন্দু পানির সমান। আবার সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের দাওয়াত ও তাবলীগের তুলনায় জিহাদ যেন মহাসমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির সমান। কিমি আয়ে সাদাত।

একদা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ বা জিহাদ ছাড়া যুদ্ধের আর কোন প্রকারভেদ আছে কি? উত্তরের রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন হ্যাঁ আছে তারা ঐসব ব্যক্তি যারা সৎ কাজে আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে আর তারা আল্লাহর জন্য মহব্বত করে এবং আল্লাহর জন্য ক্রোধ প্রকাশ করে। ইফ ইয়াহু উলুমুদ্দিন দ্বিতীয় খন্ড তাবলীগ অধ্যায় ।

দাওয়াত ও তাবলীগের ফজিলত সম্পর্কে হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবকিছু থেকে উত্তম। বুখারী শরীফ হাদিস নং ৫৯৬৭

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা দাওয়াতের সওয়াব সমগ্র জগতের সমস্ত ধন-সম্পদ দান খয়রাত করা অপেক্ষা অধিক ফজিলতময়।

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও এরশাদ করেন রাস্তায় চললে প্রতি কদমে ৭০ নেকি হাসিল হয় এবং বেহেশতের পথে ৭শত দরজা বৃদ্ধি করা হয় আর তার আমলনামা থেকে ৭০০ গুনা মুছে ফেলা হয়। কানযুল উম্মাল চতুর্থ খন্ড ৩১৪ পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরও এরশাদ করেন আল্লাহর রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি কোন বান্দার পায়ে ধুলাবালি লাগে তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। বুখারী তিরমিজি নাসাঈ ।

এ সম্পর্কিত অপর একটি হাদিস হযরত আবু হুরায়রার রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এরশাদ করেন আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় কদরের রাত্রে বাইতুল্লাহ শরীফে হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা থেকে উত্তম। কানাজুল ও মাল চতুর্থ খন্ড 294 পৃষ্ঠা আততারগীব দ্বিতীয় খন্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠা দুররে মানসুর দ্বিতীয় খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা

হযরত কায়েস বিন আবি হাজিম ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন যে জান্নাতে আদমের মধ্যে 5000 দরজা রয়েছে প্রতি দরজায় বারশত করে হুর থাকবে এই জান্নাত নবীগণ সিদ্দিকগণ এবং মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ জনের জন্য নির্ধারিত করা রয়েছে। তীব্রানি ইবনে আশাকির

শুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত হাসান ইবনে আলী আবু দারদা আবু হুরায়রা আবু উসামা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আব্দুল্লাহ ইবনে আমোর ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে অথচ সে বাড়িতেই অবস্থান করতে থাকে তাহলে সে প্রত্যেক বিরহামের বিনিময়ে 700 দিরহামের সওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজে প্রয়োজনে তা খরচ করবে সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭ লক্ষ দিরহাম এর সওয়াব লাভ করবে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ এই আয়াতটি পড়লেন আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা আর বাড়িয়ে দেন। শুনানি ইবনে মাজাহ দ্বিতীয় খন্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা

এ সম্পর্কিত অপর একটি হাদিস হযরত মুয়াজ রহমাতুল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেন নিশ্চয়ই নামাজ-রোজা ও জিকিরের সওয়াব আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সওয়াবের তুলনায় সাতশত গুণ বেড়ে যায়। আবু দাউদ শরীফ

এই মর্মের প্রণিধান যোগ্য যে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর রাস্তায় টাকা খরচের স্বভাব ৭ লক্ষ গুণ বাড়ে আর এ হাদিস দ্বারা জানা গেল যে এর চেয়েও নামাজ রোজা ইত্যাদির আমলের ফজিলত ৭ শত গুণ বেশি। সুতরাং এতে প্রমাণিত হলো আল্লাহর রাস্তায়

আমলের সওয়াব (৭ লক্ষ × সাতশত =) ৪৯ কোটি গুণ হয়। খায়রুল ফাতাওয়া প্রথম খন্ড ৩৭২ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৪০০ খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা।

উপসংহার:

আলহামদুলিল্লাহ। আমার লেখার বিষয় ছিল নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। পরবর্তীতে আমাদের ওস্তাদ চারটি ক্লাসের মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দেন। লেখার বিষয়ের কিছু সূচিপত্রের ধারণা দেন। ও ইহার জন্য বিভিন্ন পুস্তকাদি পাঠ করে সেখান থেকে সংগ্রহ করে লিখতে হবে তা বলেন। পরে বিভিন্ন বই পড়তে যেয়ে বুঝতে পারলাম বিষয়টি ব্যাপক ও অসীম। এই ব্যাপকতা থেকে সামান্য কিছু সংগ্রহ করে যা কিছু লিখলাম। ইহার ভুলভ্রান্তি উহা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

তথ্যসূত্র:

১. আল কুরআন।
২. আল হাদীস।
৩. পূর্ববর্তী নবী রাসুলগনের দাওয়াত - প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী।
৪. মাসিক মদীনা পত্রিকা আগস্ট ২০০১।
৫. মাসিক মদীনা পত্রিকা মে-১৯৯৬।
৬. মাসিক মদীনা পত্রিকা ডিসেম্বর- ১৯৯৫।
৭. মাসিক মদীনা পত্রিকা মার্চ-১৯৯৬।
৮. মাসিক মদীনা পত্রিকা সেপ্টেম্বর-২০০২।
৯. মাসিক আদর্শ নারী জানুয়ারী-২০১০।